১৫-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সুপুত্র হয়ে শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে মাতা পিতার আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাও, আশীর্বাদ নিতে কখনও ভুলোনা"

প্রশ্নঃ- বাবা বাচ্চাদের কোন্ শুভ পথটি বলে দেন, যার ঠিকানা কোনও মানুষ দিতে পারেনা ?

উত্তর :- পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার শুভ পথটি একমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন। এই পথ কারো জানা নেই। যদি কোনও আত্মার জানা থাকত তবে দুঃখ এলেই আত্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে পালিয়ে যেত। বাবা তোমাদের পথ বলে দেন - বাচ্চারা, দেহ সহ সবকিছু ভুলে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো, এর দ্বারা-ই পবিত্র হবে ।

গীত :- লহ মাতা পিতার আশীর্বাদ .....

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনল। আমরা তো মাতা পিতাকে পতিত-পাবন বলেই থাকি। বাচ্চারা জানে যে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা নামাতে হবে, কিভাবে ? শুধু মাতা পিতাকে স্মরণ করলেই তা হবে। শিববাবাকে-ই ডাকা হয়। উচ্চ থেকে উচ্চ জ্ঞান বাবা-ই বুঝিয়ে দেন। বাচ্চারা বর্সা প্রাপ্ত করে বাবার কাছে। কিন্তু যতক্ষণ অ্যাডপ্ট না করছে, মুখ বংশী না হচ্ছে ততক্ষণ সন্তান রূপে পরিচয় দেবে কিকরে। ভক্তি মার্গের ভক্তরা তো কেবল গীত গায়, তোমরা এখানে সম্মুখে বসে আছ। বাবা বলেন এখন আমি এসেছি তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের বোঝা কমানোর উপায় বলে দিতে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চালিত করতে। ব্রহ্মাবাবা বলেননা, শিববাবা বলেন - আমার প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, বুঝতে পারে বরাবর পতিত-পাবন বাবা-ই পাপের বোঝা নামাবার পথ বা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দেন। যেমন সুভাষ মার্গ নাম রাখে না ! এটা হল পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মার্গ। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের মার্গ বলে দিতে এসেছি। মানুষ ডাকে - হে পতিত পাবন এসো, এসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দাও । তোমাদের এখন সেই পথ কে বলে দিচ্ছেন ? অতি প্রিয় বাবা (most beloved father) । সাধু সন্ন্যাসীগন সাধনা করে মুক্তিতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যেতে পারেনা । যখন দুনিয়া পতিত হয় তখন পবিত্র দুনিয়ার পথ বলে দিতে বাবাকেই আসতে হয়। কোনও মানুষ মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে পারেনা। তাই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত। সব সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। "সর্ব ধর্মানি পরিত্যাজ্য, মামেকম্ স্মরণং ব্রজ" - দেহের যেসব ধর্ম আছে, সব ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি অমুক, এইসব আমার সম্পত্তি ... এইসব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো আর নিরন্তর পুরুষার্থ করো, আমাকে স্মরণ করো। আমি শুভ পথের ঠিকানা বলি। এইরূপ শুভ পথ আর অন্য নেই। এখন এই দুঃখের নাটক পূর্ণ হচ্ছে। এখনও এই দুঃখের পার্ট প্লে করতে চাও নাকি ? তাহলে আরও দুঃখী হবে। এখানে কোনো মানুষ সুখী নয়। অকালে মৃত্যু ইত্যাদি কত দুঃখের কথা। কেউ ব্যতিক্রম হলে দীর্ঘায়ু হয় , বাকিরা তো রুগী হয়ে যায়।

বাবা বলেন আমি গাইড হয়ে এসেছি। এখন মাতা পিতাকে স্মরণ করো। শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে তোমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত কর ফলে তোমরা সবাই ভাগ্যবান হয়ে যাও। বাবা বলেন তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চাও। বেহদের বাবার কাছে বিশ্বের মালিকানা অধিকার প্রাপ্ত করা কোনো কম কথা

নয়। টাকা পয়সার জন্যে কতরকমের ঠগবাজি করে। এখানে সেরকম কোনো কথা নেই। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে সদাকালের জন্যে নিরোগী হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্যে বিশাল অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা প্রদান করেন ! এমন পিতার কাছে ভক্তি মার্গেও প্রতিজ্ঞা করেছ। তোমার কাছে সমর্পিত হব, বর্সা প্রাপ্ত করব। এখন তোমরা জানো – আমরা নিজের অতি প্রিয় বাবার কাছে বসে আছি। বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী গায়ন আছে। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ পিতা। যখন ভক্তি পূর্ণ হয় তখন ভক্তি মার্গের ফল প্রদান করতে আমি আসি। একথাও বলেন – করা হল প্রকৃত সত্য ভক্ত ! যারা সর্ব প্রথম পূজনীয় ছিল , ভগবান ভগবতী ছিল, তারপরে উপর থেকে নীচে এসেছে, সতো-রজো-তমো স্টেজে এসে একেবারেই জর্জরিত অবস্থা হয়েছে। তোমরা জানো আমরা বিশ্বের সেই মালিক ছিলাম। ভারতের খুব মহিমা রয়েছে তাই ভারতকে সবাই সাহায্য করে। জানে যে ভারত প্রথমে বিত্তবান ছিল। এখন দরিদ্র হয়েছে তাই সবার করুণা হয়। ভারতকে দরিদ্র ভেবে সাহায্য করে। কেউ ধনবান কখনও গরিব হয়ে গেলে তাকে দান করতে সবার মন চায়। বাবা বলেন ভারতবাসী কত বিভ্রান্তি তে আছে। শিব জয়ন্তী পালন করে অথচ জানেনা যে শিব কবে এসেছিলেন, কি করে গেছেন। নিশ্চয়ই বাবার বর্সা নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের মালিক করেছিলেন। বলেন আমি বাচ্চাদের সদা সুখী করে, সিংহাসন প্রদান করে বানপ্রস্থে ফিরে যাই। আমি কোনো ইচ্ছা রাখিনা। বিশ্বের রাজত্ব পাওয়ার জন্যে আমি মালিক হই না। এমন বিলাভেড অর্থাৎ অতি প্রিয় বাবাকে কিভাবে স্মরণে রাখা উচিত। হাত ধরার কথা নয়। বুদ্ধিতে ধরে রাখার কথা। সবাইকে নিজের গৃহস্থে থাকতেও হবে। সন্তানের পালনাও করতে হবে। এই হল বেহদের সন্ন্যাস। দেহ সহ সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হবে। এখানে প্রত্যেকটি বস্তু হল জর্জরিত , তমোপ্রধান। দুঃখদায়ী। তত্বও দুঃখ দেয়। বৃষ্টি না হলে খরা, অতি বৃষ্টিতে বন্যা হয়। সেখানে তো তত্ব ইত্যাদি সবই তোমাদের আদেশ অনুযায়ী চলবে। পাঁচ তত্ব তোমাদের অবজ্ঞা করবেনা।

এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে আশীর্বাদ নিচ্ছ। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে শ্রীমতের আধারে। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী সহযোগী হও তারপরে বাবাকে স্মরণ করো। থাকবে কিন্তু পদ্ম ফুলের মতন। শুধু স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করবে। বাবা বলেন তোমরা কেবল পবিত্র হও। এমন নয় যে সবাই পবিত্রতার আঙ্গুল দিয়ে সহযোগ করবে। যারা কল্প পূর্বে শ্রীমৎ অনুযায়ী বাবার সহযোগী হয়েছিল , তারাই হবে। এই কথায় গর্ব বোধ করা উচিত আমরা পরম পিতা পরমাত্মার রাইট হ্যান্ড হয়েছি ! রাইট হ্যান্ড হলেই সম্পূর্ণ রাইটিয়াস হয়ে যাবে। বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাবে। এই হল খুবই সহজ। এতে কোনোরকম হঠ যোগ ইত্যাদি করানো হয়না। নাটক পূর্ণ হয়েছে , ৮৪ জন্মের পার্ট পূর্ণ হয়েছে। এখন এই ময়লা কাপড় ত্যাগ করতে হবে। আমায় স্মরণ করতে করতে শান্তিধামে এসে যাবে। প্রথমে ওখানে বাস করবে তারপরে তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠানো হবে। সঠিকভাবে আমরা আত্মারা পরম ধাম থেকেই আসি। ঐ সুইট হোমকে সবাই ভুলে গেছে। মানুষ কাশী কলবট গ্রহণ করে । ভাবে এখানে অনেক দুঃখ আছে, আমরা যাই শিবের কাছে। কিন্তু শিববাবার কাছে পৌঁছাতে পারেনা। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের পড়ানো হয়। তোমরা উপার্জন কর। প্রথমে বাবার সন্তান হও। বাবা পড়ানো আরম্ভ করেন তারপরে ফিরিয়ে নিয়ে যান তারপরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই এখানেই চাই তাইনা। তাহলে তোমরা বোঝাতে পারো – আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন আমাদের পিতামহ। পিতামহের কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁর কাছেই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হবে তাই বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। ওঁনার কাছে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে।

আজ্ঞাকারী বাচ্চারাই আশীর্বাদ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। বাবা বলেন কুপুত্র নয় বরং সুপুত্র হও। বাবার হাত পুরোপুরি ধরো। তোমাদের খুব সহজ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সব আত্মারা উড়ে যাওয়ার জন্যে পাখা পেয়ে যায়। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই উড়ে যাওয়ার পাখা প্রাপ্ত করবে। যারা দন্ড ভোগ করবে তারা যদিও উঁচু পদ প্রাপ্ত করবেনা। শ্রীমৎ অনুযায়ী চল তাহলে দন্ড ভোগ করতে হবেনা। অনার্স নিয়ে পাস করার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। মাম্মা-বাবার থেকেও উঁচু পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা বার বার বলেন - বাচ্চারা বাবার প্রতি অভিমান বশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেবেনা। কেউ সেন্টার স্থাপন করে, অনেক সেবাও করে, কেউ আবার চলতে চলতে অভিমানে ছেড়ে দেয় , সম্পূর্ণ তো কেউ নয়। কিছু না কিছু লেগেই আছে। কিন্তু কখনও বাবা সঙ্গ ছাড়বেনা। বাবা, আমরা হলাম আপনার, আপনার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। গৃহস্থে থেকে সবকিছু সামলাতেও হবে। এইটি কোনো ওরকম সন্ন্যাস নয়। তোমরা সন্তানের রচনা করেছ তো তাদের পালন করতেও হবে। তাদের মধ্যেও কুসন্তান ও সুসন্তান দুইই হয়। কুসন্তান সকলকে দুঃখ দেবে। বাবা বলেন তোমরা সবাইকে পারলৌকিক পিতার পরিচয় দাও । বলো - ও গড ফাদার যে বলছ , তাহলে সর্বব্যাপী হবেন কিকরে ? বলাও হয় পতিত পাবন , গড ফাদার .... অর্থাৎ নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়া আছে , পবিত্র দুনিয়াও আছে। সকল আত্মাদের পিতা হলেন একমাত্র তিনি। এখন তোমরা জানো যে আমরা সেই পিতার সম্মুখেই বসে আছি যিনি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করেন, আশীর্বাদ দেন - চিরায়ু হও। সেখানে তোমাদের কাল গ্রাস করতে পারেনা। তাই বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। সবাইকে সুখ দাও। বাবা এসেছেন সবাইকে সুখী করতে। সুখ ও শান্তি দুইয়ের বর্সা প্রদান করেন। সেখানে তো মায়া নেই, তাহলে দুঃখ আসবে কোথা থেকে ? এখানে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। বাবা এসেছেন - সুখধাম ও শান্তিধামের মালিক করে দিতে। তার জন্যে তোমরা পড়াশোনা করছ। বাবা সব ব্যবস্থা রেখেছেন। সবকিছুই তো হল বাচ্চাদের। বাবা বলেন আমি তোমাদের সার্ভেন্ট। বাচ্চারা বলে - শিববাবা , আমাদের নামে একটা বাড়ি তৈরি করবেন। আচ্ছা, যথা হুকুম । বাবাও বলেন যথা আজ্ঞা বাচ্চাদের । শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের জন্যেই তৈরি করছেন। সবকিছু শিববাবা-ই করেন। চিঠি যদি লেখ তবে লিখবে শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। এই অভ্যাস হওয়া উচিত। শিববাবাকে স্মরণ করলে কত পাপ বিনষ্ট হয়। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। কত সহজ তাইনা। নামই হল সহজ রাজ যোগ এবং সহজ জ্ঞান। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল... সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। এও হল সেকেন্ডের কথা। এবার ভারতবাসীদের উপরে রাহুর দশা পরিবর্তিত হয়ে বৃহস্পতির দশা লাগছে।

বাবা বলেন বাচ্চারা আশীর্বাদ নাও তাহলে তোমাদের পাপের বোঝা কমবে। মামেকম্ স্মরণ করার অভ্যাস কর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বাবা বলেন আমি অতি প্রিয় (most beloved) পিতা, আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের কেমন বর্সা প্রদান করি ! সুতরাং মাতা পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হতে হবে। ব্রহ্মাও লৌকিক পিতার অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছেন। পিতার অনেক সেবা করেছেন। শেষ সময় যখন বললেন কাশী নিবাস করাও তখন বললেন আচ্ছা বাবা চলুন। সেখানে চাকর বাকরের ব্যবস্থা করে বাস করিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। পিতার আশীর্বাদ পেলেন । সকলের সেবা করেছিলেন তাই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। মাতা পিতার আশীর্বাদ এগিয়ে নিয়ে চলে। এক হল বেহদের কথা তাই সুপুত্র সন্তান রূপে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে। সুতরাং শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো এবং সবাইকে পথ বলে দাও। ভারতবাসী স্বর্গের মালিক ছিলেন।

এখন বাবা এসেছেন বর্সা দিতে। বলেন শুধুমাত্র আমি পিতা আমায় স্মরণ কর , অন্য কোনো নাম রূপে আকৃষ্ট হবেনা। দেহী অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জীবন নৌকো পার হয়ে যাবে। তুমি মাতা পিতা আমরা সন্তান তোমার .... এখন সেই মাতা পিতা সামনে বসে আছেন। বাবা আপনি কল্প পূর্বেও এসেছিলেন । কল্প কল্প বাবা আসেন। এই কথা আমরা জানি অন্য কেউ জানেনা। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনেছ। এখন বাবার আশীর্বাদ নিতে ভুলোনা। এই হল পরম শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বের মালিক করে নিজে নির্বাণধামে বিরাজ করেন। তিনি নিজে এই সৃষ্টির সুখ ভোগ করেননা। আচ্ছা ! বাবা বলেন বিস্তৃত ভাবে আর কি বলি। অল্প কথায় এইটুকু বুঝে নাও - তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও। গিঁট বাঁধো। মানুষ কোনো কথা গিঁট বাঁধলে ভোলেনা। ঠিক এই কথাটিও ভুলোনা।

যারা সেন্টার খোলে তারা কত আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ! স্বর্গের স্থাপন কর্তাকে সবাই কত স্মরণ করে। ও গড ফাদার, দয়া করো। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা, শান্তি দাতা ....। বাবা কিরকম বসে বাচ্চাদের সেবা করেন। কত উঁচু থেকে উঁচু স্থান প্রদান করেন। কেউ জানতে পারেনা যে বাবা এদের কিরূপে পরিণত করেন। বাবা বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত হয়েছেন, খুব নিরহংকারী, বাচ্চারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের আছে তবু বলেন ভবিতব্য এইরকম। বাবা বলেন আমার এক্ট হুবহু কল্প পূর্বের মতনই চলে। গান্ধী, নেহরু সবাই চাইতেন ওয়ান আলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট হোক। এখন এই কাজ বাবা করছেন। ধীরে ধীরে সবাই জানবে। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। কর্মাতীত অবস্থা হলে এই শরীর থাকবেনা। যারা পরে আসবে তাদের খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে যদিও পরের দিকে যারা আসে তারা খুব তীক্ষ্ণ হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভাবে চলে বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে সম্পূর্ণ রাইটিয়াস হতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

২) মাতা পিতার আশীর্বাদ এগিয়ে নিয়ে যায় তাই আজ্ঞাকারী হয়ে আশীর্বাদ নিতে হবে। বাবার মতন নিরহংকারী হতে হবে।

বরদান :- একান্ত স্থিতি এবং একাগ্রতার অ্যাটেনশন দ্বারা তীব্র বেগে সূক্ষ্ম সেবাকারী প্রকৃত সেবাধারী হও

ব্যাখা: দূরে বসে বেহদ বিশ্বের আত্মাদের সেবা করার জন্যে মন ও বুদ্ধি সর্বদা ফ্রী চাই। ছোট ছোট সাধারণ কথায় মন ও বুদ্ধিকে ব্যস্ত করবেনা। তীব্র বেগের সূক্ষ্ম সেবা করার জন্যে একান্ত স্থিতি এবং একাগ্রতার উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে এক মুহূর্ত দুই মুহূর্তের জন্যে একান্ত স্থিতির অনুভব করো। বাইরের পরিস্থিতি যতই চঞ্চল হোক কিন্তু মন বুদ্ধিকে

যে সময় চাও একের স্মরণে সেকেন্ডের মধ্যে স্থির করে নিলে তবেই প্রকৃত সেবাধারী হয়ে বেহদের সেবায় নিমিত্ত হতে পারবে।

স্লোগান – জ্ঞানী আত্মা হল সে, যে জ্ঞানের প্রতিটি রহস্য বুঝে রহস্যযুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করে ।